প্রাণ

চাচা চৌধুরী আর নীল হীরে

ব্লু ডায়মণ্ড

রাজা গুল! আপনার ঘোড়াগুলো দারুন!

পুরোহিত! এটা আমার শখ।

পুরোহিত! এটা সত্যি নয়।
এটা এতটাই সত্যি, যতটা সত্যি সূর্যের পূবে উদয় এবং পশ্চিমে অস্ত যাওয়া।

ব্লু ডায়মণ্ডের মত সুন্দর এবং হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া আমি দেখিনি।

"দৌড়বার সময় ও হাওয়াকেও পেছনে ফেলে দেয়।"

"ঘোড়সওয়ারীর প্রতিযোগীতায় ও অতুলনীয়।"

"প্রচুরবার ও জনতার প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে।"

বস্স! ঐ ঘোড়ার ওতগুন থাকলে ওর আমার আস্তাবলে থাকা উচিত।
সমীর যদি ওকে দেয়, তবেই!

আমি যা ভাবি, তা করে দেখাই। চললাম।
রাজা গজুল! সময় নষ্ট করবেন না।

এ্যাই ছোঁড়া! ঐ ঘোড়াটার নাম কি ব্লু ডায়মণ্ড?
হ্যাঁ, রাজা সাহেব!
ওটা তুমি আমাকে বেচে দাও!

না হুজুর! ও আমার ছোট ভাইয়ের মত। ভাইকে কি কেউ বেচে?

এই নাও ব্ল্যাংক চেক। যত টাকা ইচ্ছে, এতে বসিয়ে নিও। ব্লু ডায়মণ্ড আমাকে দিয়ে দাও।
আমার উত্তর আগের মতই।

গুঁড়ুম!
তোমাকে আমি একদিন সময় দিলাম। কাল সকালে আমি আবার আসব। হয় ঘোড়া নিয়ে যাব বা ওটাকে গুলি করে মারব।

বাবা! রাজা গুল আমার ঘোড়া নিয়ে নিতে চায়। নয়তো ও ওকে মেরে ফেলবে।

গুলকে ঘোড়া দিয়ে দাও। অন্ততঃ ঘোড়াটার প্রাণ বাঁচবে।

কিন্তু আমি ব্লু ডায়মণ্ডকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। কেউ কি আমার ঘোড়াকে বাঁচাতে পারে না?
শুধুমাত্র একজন পারে—চাচা চৌধুরী!

আমি ওর কাছে যাচ্ছি।

চাচাজী! রাজা গুলল আমার ব্লু ডায়মন্ডকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে চায়।

আমি রাজা গুললের ঘাড় ভেঙে দেব।

সাবু! শান্ত হও। গুলল নিজের চালেই নিজে মাত হবে।

যুবক! সংযোগবশতঃ আমার ঘোড়ার সঙ্গে তোমার ব্লু ডায়মন্ডের অনেক মিল। একে সাবু জঙ্গল থেকে ধরেছে। তুমি একে রাজা গুললকে দিয়ে দাও। ও জানতেও পারবে না।

ও কি আমার ঘোড়া আর চাইবে না?
এরপর রাজা গুলল ভবিষ্যতে কোন ঘোড়ার সামনেও আসবে না।
চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।

আরে র র! আমার ঘোড়া বড় বদরাগী। অল্পেতেই ক্ষেপে ওঠে। কাউকে পিঠে চড়তে দেয় না।
হিন্ ন্ ন্!

ঠিক আছে। আমি পায়ে হেঁটেই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

পরের দিন।
ছোঁড়া! কি নেবে? গুলি না চেক?
কিছুই নয়, রাজাসাহেব!

আমি আপনাকে ঘোড়া এমনিই দিচ্ছি। আপনার চেয়ে বেশী সমঝদার কোথায় পাব?
হো! হো!! বুদ্ধি আছে তোমার!

গাড়ী চড়ার চেয়ে আমি ঘোড়ায় চড়তে বেশী ভালবাসি।

ঘোড়াটা ক্ষেপে উঠেছে।
হা! হা!!!

ঘোড়াটা প্রচন্ড ক্ষেপে উঠেছে। ও এখন নিয়ন্ত্রনের বাইরে।

হিন্ন্ন্!
আউ উ!
ধড়াম!

রাজা গজল! আপনার কোমরের হাড় ভেঙে গেছে। আর কোনদিন আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন না।

সমীর! এই নাও, তোমার ব্লু ডায়মন্ডকে সামলাও।
ধন্যবাদ, চাচাজী!

জলপরীদের দেশে

সাবু! ঐ যে স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে।
চল, আজ সমুদ্র ভ্রমন করি আসি।

ধমাকা সিং! খুব খুশী-খুশী দেখাচ্ছে তোমাকে?
আমি চাচা চৌধুরী আর সাবুকে জালে ফাঁসিয়ে নিয়েছি।

ঐ ষ্টীমারে টাইম বোম রাখা আছে। এক সেকেন্ডের মধ্যে ওটা ফাটবে আর ওরা দুজন বরাবরের মত খতম হয়ে যাবে।

কড়ড় ড়বম ম!

ঝপাং!

আমরা অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছি।

আমি যা দেখছি, সাবুও কি তাই দেখছে?

একটা বাচ্চা মাছের পিঠে ?
ও কোন্ আজব দুনিয়ায় এলাম রে বাবা।

আহ হ! এখানটায় নিঃশ্বাস নিতে পারছি।
এখানে জলের চাপ কম। অক্সিজেনও আছে।

বাচ্চাদের খেলার মাঠ।
বর্ট!
কিট- কিটা!
কিটা!
ওরা কিছু একটা বলছে।

মম্ - শট্ - কড় !

গর র র!

বট - বটো - শটো !!

গলেড় টিক টিকা!

ওদিক থেকে চেঁচামেচি ভেসে আসছে।

ওমা! কুমীর একটা
বাচ্চাকে মুখে
চেপে ধরেছে।

সাবু লাফিয়ে পড়ল কুমীরটার ওপরে।

সাবুর আঘাতে সমুদ্রের দেবতা ঘাবড়ে উঠে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল।

রফ ফন হফ বরড়!
সাবু! বাচ্চাটার মা তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

মহিলা ওর সঙ্গে যাবার ইশারা করছে।

চাচাজী! স্বপ্নেও ভাবিনি জলের তলাতেও লোক থাকে।

কুট চটা রটা বাক!
শট্ বট্ গট্ !!
চাচাজী! ওরা কি বলছে?
মনে হচ্ছে, মহিলা রাজাকে সব কাহিনী বলছে।

রাজা মুকুট খুলে কানে একটা মেশিন লাগাচ্ছে। এতে হয়তো ও আমাদের ভাষা বুঝতে এবং বলতে পারবে।

স্বাগতম! আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি! আমি আপনাদের ভাষা বলতে পারছি।
আপনারা কারা?

এটা জলপরীদের দেশ। আমাদের শরীরের অর্ধেকটা মানুষ এবং অর্ধেকটা মাছ।

আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?
আমরা জলের ওপরের শুকনো ডাঙা থেকে এসেছি।

এঁ্যা?? ও মুক্তো খাচ্ছে।
খিধে পেয়ে গেছে।

আপনিও নিন।
না! ধন্যবাদ, এইসব মূল্যবান মুক্তো দিয়ে আমরা অলংকার তৈরী করি।

কিন্তু আমাদের এই জলপরীদের দেশে মেয়েরা পাতা দিয়ে তৈরী অলংকার পড়ে।
আমাদের ওখানে জানোয়ারেরা পাতা খায়। বাহবে প্রকৃতির খেলা!

টাক! ক্রাট-চটাক....

গর র র রাহ হ!

ঐঁ ঐঁ ঐঁ ঐঁ!
চর-র-র-র!
ওমা! মহিলাটাকে দৈত্য বিছে ধরে ফেলেছে।
ওকে বাঁচানো উচিত! নয়তো দৈত্য ওকে গিলে ফেলবে।
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ঐঁ!
এটা খুবই বিশাল এবং শক্তিশালী।
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ঐঁ!

আহ্ হ্ ! আমি ওর মুখ খুলতে সফল হয়েছি। জলপরী বেরিয়ে পড়েছে।

ঘর র রা ক ক!

বিছে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়েছে।

তুমি ঐ বিষাক্ত বিছেটা মারা যাওয়াতে খুশী নও ?
এবার অন্য ঝামেলা উপস্থিত হবে।

ঐ বিছেটা ছিল আজোনের পোষা। আজোন অর্ধেক মানুষ অর্ধেক কুমীর। ও আমাদের সবাইকে খতম করে দেবে।

আজোন এসে পড়েছে। ও বড় শয়তান।
গর্.র্.ড়.ড়! আমার পোষা বিছেকে কে মেরেছে?
আমি জলপরীর দেশের সব প্রাণীকে মেরে ফেলব।
বেঁচে গেছি!
আঃ!
সাবু সর্বশক্তি দিয়ে ভারী আজোনকে তুলে নিল।

খড়াক্ক!

আজান মরে গেছে।
এবার আমরা শান্তিতে থাকতে পারব। আপনাকে কি করে ধন্যবাদ দেব?
আমাদের পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে।
আমাদের জাহাজ আপনাদের নিয়ে যাবে।

আমি কখনো ভাবিনি যে, তিমি মাছের পিঠে চড়ে আমরা দেশে ফিরব।

পরের দিন।
এ্যাঁ?? চাচা চৌধুরী! আপনি বেঁচে আছেন? ও মুক্তোর হারটা কোথায় পেলেন?

এটা জলপরীদের দেশের রাজা দিয়েছেন।

অপারেশন ক্যাপিটাল
শহর থেকে দূরে এক পরিত্যক্ত নির্জন জায়গায় একটা পুরোন বাড়ী।
ভারতের সিক্যুরিটি ফোর্সের সাথে লড়তে-লড়তে আমাদের চারজন সাথী মারা গেছে আর তিনজন ধরা পড়েছে।
ভেরি ব্যাড !

অন্য দেশের সরকার আমাদের পরিবার চালাচ্ছে। লাখ-লাখ টাকা অস্ত্রশস্ত্র আর ট্রেনিংয়ের জন্য খরচ করছে। এসব কি জন্য? হেরে যাবার জন্য?

রাজধানী এক্সপ্রেস উড়িয়ে দিতে হবে আর এই অপারেশন ক্যাপি-টাল যেন বিফল না হয়।
ইব্রাহিম! রেলওয়ে ট্র্যাকের ওপর কড়া পাহারা রাখা হয়েছে।

আমাদের প্ল্যান ব্যর্থ হবে না। এই রেলের পাটির ভেতরটা ফাঁপা। এতে আর.ডি.এক্স. বারুদ ভরে আমরা আসল পাটির কিছুটা সরিয়ে এটা ফিট করব। ট্রেন এটার ওপর দিয়ে যাবার সময় বিস্ফোরণ ঘটবে... হো! হো!!

পরীক্ষণের জন্য ঐ ট্রলারকে যেতে দেখ।

পরের মুহূর্তে—
কড়ড়ড়বম!
বাঃ! বাঃ!
অপারেশন ক্যাপিটাল জিন্দাবাদ!

এই ফাঁপা রেলের পাটিতে আবার আর.ডি.এক্স. ভরো।
ঠিক আছে!

আমাদের এই প্ল্যান
জানতে না পারে।

আমি ফিশ-প্লেটের নাট-বোল্ট খুলেছি।
আমি এখানে এই বিস্ফোরক ভরা রেলের পাটি লাগাব।

কিছু সময় পর—
কেউ এটা বুঝতে পারবে না যে এখানে আমরা আসলে রেলের পাটি সরিয়ে বিস্ফোরক ভরা রেলের পাটি ফিট করছি

এসো! এবার দূর থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসকে উড়ে যেতে দেখি।

প্রিয়া! আমি তোমাকে খুব ভালবাসি!
ওগো! ওর মতো তুমি আমাকে কেন ভালবাসো না বলতো?

ঐ অ্যাকটর ভালবাসার ফি হিসেবে দশ হাজার টাকা পায় যে, গিন্নী!

হা! হা!!
হো! হো!

ফোন!
ট্রিনন্!

চাচা চৌধুরী! আজ আমি কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে অপারেশন ক্যাপিটালের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুনলাম।
আর কি শুনলে তুমি? হ্যালো!... ইশ্! লাইন কেটে গেল!
PUBLIC TELEPHONE

ক্যাপিটালের অর্থ হল রাজধানী। আজকাল দেশ-বিদেশে ট্রেনিং প্রাপ্ত উগ্রবাদীদের কার্যকলাপ বাড়ছে।

আবু! এসো!
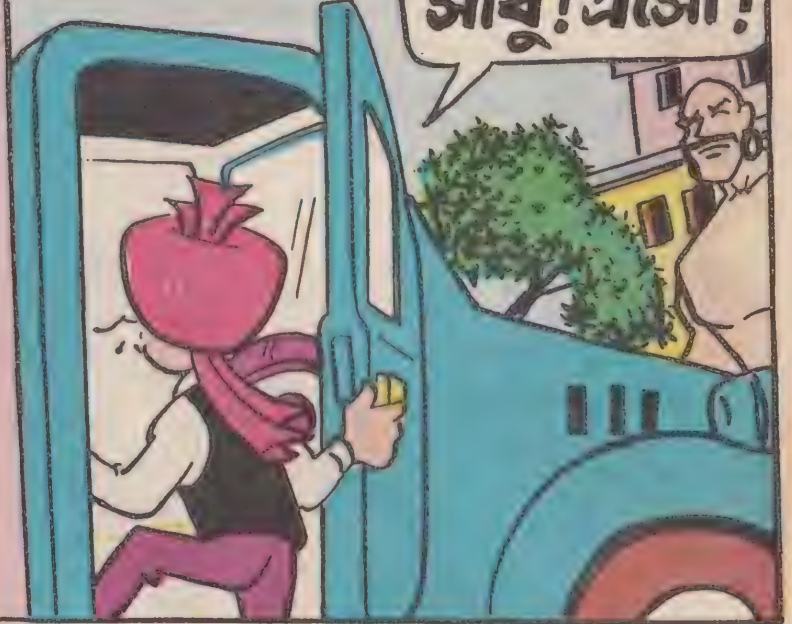
রাজধানী এক্সপ্রেসের যাবার সময় হয়ে গেছে। হাজার-হাজার ট্রেন যাত্রীর জীবন বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে।

রেলওয়ে সিকুরিটি ফোর্স
আমি অনেক দূর পর্যন্ত রেললাইন নিরীক্ষণ করে নিয়েছি।
কোথাও কোন সন্দিগ্ধ বস্তু দেখতে পাইনি।

অল ক্লিয়ার!
ফিরে চলো।

আশা করছি ওখানে কাউকে পাওয়া যাবে।
রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স

ইনস্পেক্টর সাহেব! রিপোর্ট পেলাম যে রাজধানী এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে।
কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি গুজব রটিয়ে মজা দেখতে চাইছে। আমি রেল-লাইন চেক করে এলাম। ওখানে সব ঠিক আছে।

এই নিন, সিগারেট খান।

ফটাক!

ওটা সিগারেট নয়, পটকা ছিল।

ইনসপেকটর সাহেব! এমন সব ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত আছে, যেগুলোর প্ল্যান চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু বাস্তবে ঘটে যায়।
?!

সাবু! পায়ে হেঁটে-হেঁটে এখানকার গোটা রেললাইন চেক করতে হবে।

চাচাজী এভাবে চলতে-চলতে তো হাঁফিয়ে যাবে, ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আমি ওনাকে আমার কাঁধের ওপর বসার জন্য বললে কেমন হয়?

চাচাজী! আপনি কি আমার কাঁধে বসতে পারবেন না?
তাতে কি লাভ?
আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের জুতোর তলা খয়বে।
তুমি চালাক আছ।

এবার কম সময়ে রেললাইনের অনেকটা চেক করতে পারব।

আবু! দাঁড়াও!

এই রেলের পাটির টুকরোটা একটু আগেই লাগানো হয়েছে।
কিভাবে বুঝলেন?

শুধু এই টুকরোয় জং পড়ে আছে। বাকি সব রেলের পাটি চকচক করছে। কারণ ঘনঘন ট্রেন যাবার জন্য চাকার ঘর্ষণে জং ধরতে পারে না।
✲: চাচা চৌধুরীর মস্তিষ্ক কম্পিউটারের চেয়েও তুখোড়!

ওই যে ওখানে ঝোপের ভেতরে খোলা রেলের পাটি আর রেঞ্চ পড়ে আছে।

আশ্চর্য ব্যাপার!
দু জন লোক আমাদের ফিট করা রেলের পাটি সরিয়ে ফেলে আসল রেলের পাটি লাগাচ্ছে!

রাজধানী এক্সপ্রেস আসছে।
আমাদের প্ল্যান যেন ফেল না হয়। নাসির! ফারুক! ঐ দু জনকে গুলি করে মেরে দাও।
হু-হুক্!

??
র‍্যাট্-ট্যাট্-ট্-ট্

এই পাথরটা ঢালের কাজ করবে।
© PRAN'S FEATURES

ওহোহ!
কড়াক!

আমি নতুন রেলের পাটির টুকরোটা সরিয়ে ফেলেছি। এই আসলটা এবার লাগাতে হবে।

আমাকে তাড়াতাড়ি নাট টাইট করতে হবে।

হু-হুক-ক!
ওহো হ! শেষ নাটটা এখনো টাইট করতে হবে। আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে।

রাজধানী এক্সপ্রেস নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেছে।
ও আমাদের প্ল্যান পণ্ড করেছে। ওকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দাও।
র‍্যাট্ ট্ ট্যাট্, ট্যাট্!
ওহো হ! অবিরাম গুলিবর্ষণ!
আউ উ উ উ উ!
নে আমার ডান হাতের ঘুষির স্বাদটা একটু চেখে দেখ।

গুড়ুম!

ওহো হ!
কড়াক!

আমি নতুন রেলের পাটির টুকরোটা সরিয়ে ফেলেছি। এই আসলটা এবার লাগাতে হবে।

আমাকে তাড়াতাড়ি নাট টাইট করতে হবে।

ওহো হ! শেষ নাটটা এখনো টাইট করতে হবে। আরও তাড়াতাড়ি করতে হবে।
হু-হুক-ক!

রাজধানী এক্সপ্রেস নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেছে।
ও আমাদের প্ল্যান পণ্ড করেছে। ওকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দাও।
র‍্যাট্ ট্ ট্যাট্, ট্যাট্!
ওহো র! অবিরাম গুলিবর্ষণ।
আউ উ উ উ উ!
নে আমার ডান
াতের ঘুষির
াদটা একটু
চেখে দেখ।

একে শেষ করে দাও!
ওহোহ! একী?
গিরগিটির দল!
পুলিশ এসে গেছে।
চলো!

চাচীর বুদ্ধি

একদিন সাবু জিজ্ঞাসা করলো
চাচাজী, অনেক বড় বড় লোক লোক আপনার কাছে নতি স্বীকার করেছে কিন্তু কখনও আপনি কারো কাছে মাত খেয়েছেন ?

হ্যাঁ খেয়েছি, তোর চাচীর কাছে। সেখানে আমার ট্যাঁ-ফোঁ চলেনি।

হো-হো! আপনি একজন মহিলাকে ভয় পান চাচাজী
আরে টিংগু তুই জানিস না আয় তোদের একদিনের গল্প বলি।

একদিন আমি মূর্খতা করে তোদের চাচীর সঙ্গে তর্ক লাগিয়েছিলাম...
গিন্নী! তুমি জানো না, কত বড় বড় লোক আমার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যায়।

হবে হয়তো। তোমার আজ পর্য্যন্ত কোনও মহিলার সঙ্গে পাল্লা যে পড়েনি তাই।
তুমিও তো মহিলা, দেখি তুমি কি করতে পার?

দেখো, তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ দিও না..
যাও, তোমার মতো অনেক দেখেছি।
আচ্ছা!

আর হ্যাঁ, আমি একটু বাইরে বেরোচ্ছি, যদি
আমার ভাই
আসে তবে ওর

এই বলে আমি চলে গেলাম।

আমি যেতেই আমার ভাই বাড়িতে আসে দেখা করতে।
কি বৌদি কেমন আছো? আর দাদা কোথায়?
উনি বাড়িতে

সেটা ভালোই হয়েছে। উনি বড় খেপে আছেন তোমার ওপর।
কেন?

তোমাকে দেখলেই মেরে ফেলবেন। তারজন্যে ঐ দেখো বন্দুক বার করে রেখেছেন খাটের ওপর।

বাপরে! পালাই! ওর বন্দুকের টিপ সাংঘাতিক!

একটু পরেই আমি বাড়ি ফিরে আসি।
কি গো গিন্নী! ছক্কু এসেছে কি?
এসেছিল, কিন্তু রাগ করে চলে গেছে।

কেন?

ও এসেই তোমার বন্দুকটা দেখে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু আমি আমার প্রিয় জিনিসটা দিতে রাজী হইনি।
ছিঃ ছিঃ একটা সামান্য বন্দুকের জন্যে তুমি ভাইকে চটালে?

আমি এখনই গিয়ে ওকে এটা দিয়ে আসি। ও বেশী দূরে যায়নি।

ভাই! দাঁড়াও
বৌদি ঠিকই বলেছে দাদা চটে আছে। ও আমাকে মারতে আসছে, পালাও

আরে ও তো দেখি পালিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ওকে অন্য দিন মানিয়ে নেব।

আমি বাড়ি এসে জানতে পারলাম যে তোর চাচী আমাকে জব্দ করার জন্যে এসব করেছে।
কি কেমন হলো!
তোমার খুরে খুরে দণ্ডবত!

হা-হা! ভারী মজার ব্যাপার তো

খুলির রাজা
খুলির রাজা জিন্দাবাদ!
জিন্দাবাদ!
মানুষের মাথার খুলি গলায় ঝুলিয়ে ও কে এদিকে আসছে?

এই লোক পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির দৌড়বীর। ও সবাইকে দৌড়াবার চ্যালেঞ্জ করে এবং তার পরাজয় হলে ও তার মাথার খুলি কেটে নেয়। এই হল দৌড়ের শর্ত। আজ পর্য্যন্ত ও পঁচিশ জন যুবককে পরাজিত করে তাদের মাথা কেটে নিয়েছে।

ন্ধ করো এই জঘন্য খেলা!
তুমি আমার চ্যালেঞ্জ কেন কবুল করছো না? যদি তুমি আমাকে হারাতে পার তাহলে এই খেলা নিজের থেকেই বন্ধ হবে
রাজি!

ঠিক আছে কাল সকাল পাঁচটার সময় দৌড় হবে এখান থেকে কুঁড়ি মাইল দূর রামপুর গ্রাম পর্য্যন্ত। এই রেসে যে হারবে তার মাথা কেটে নেওয়া হবে
সেই মাথাটা আমি পাগড়ি সমে- গলায় ঝুলিয়ে রাখবো

চাচাজী! এ আপনি কি করলেন? আপনি না থাকলে সব বাচ্চারা কাকে চাচা বলে ডাকবে?
সে যাই হোক আমি এই জঘন্য খেলা বন্ধ করবো।

ঘড়িতে পৌনে পাঁচটার অ্যালার্ম লাগিয়ে দিই, পাঁচটার সময় রেস হবে।
জানলা দিয়ে খুলির রাজা সব দেখে নেয়।
ও ঘুমিয়ে পড়লে আমি ঘড়ির সময় পালটে দেবো।

ও পৌনে পাঁচটার অ্যালার্ম দিয়েছিল, আমি সেটা ছটার অ্যালার্ম করে দিলাম

আগামী কাল খুলির রাজা সময় মতো রেসে যোগ দিতে গেল কিন্তু চাচা চৌধুরী সময় মতো অ্যালার্ম না শুনতে পেয়ে পৌঁছাতে পারলেন না।
ঠিক আছে খুলির রাজা তুমি একলাই তোমার দৌড় শুরু কর।

ওদিকে চাচাজীর ঘড়িতে ছটার সময় অ্যালার্ম বেজে উঠলো।
ট্রী ন ন
এই যাঃ আমার দেরী হয়ে গেল।

এখন আমাকে দ্বিগুন জোরে দৌড়াতে হবে, নাহলে নিজের মাথা খোয়াতে হবে।

এখন ছ'টা বাজলো! চাচা চৌধুরী এখন দৌড় শুরু করবেন, আমি তো অর্ধেক রাস্তা পৌঁছেও গেছি।

কি খাসা
আম
ফিরিয়ে
নিই।
বাঃ! আমগুলো
ভারী মিষ্টি খেতে!
ওর চোখে ঘুম নেমে এল।
একটু ঘুমিয়ে নিই
এখন তো
ছটা দশ
অল্প সময়ের মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ওর ঘুম ভাঙলো।
অ্যাঁ?? এখনও ছটা দশ. এই ঘড়িটা বন্ধ নেই তো এই মরেছে।
ও হতাশ হয়ে দৌড়াতে লাগলো।
ও ভাই কটা বাজলো বলো তো?
সাড়ে দশ।
মরেছি! আজ আমার মাথা গেল!
ও যখন রামপুর পৌঁছালো তখন চাচাজী সমেত সবাই দাঁড়িয়ে ছিল
রামপুর
চাচাজী! আমি হেরে গেছি। নিন আমার মাথা!
যা তোকে মাফ করলাম কিন্তু তুই আর এই খেলা খেলবি না

শহরের শেঠ হোঁদিলালের বাড়িতে এক বহুরূপী এসেছে, যে হুবহু ওঁনার মতো দেখতে এক চেহারা এক হাইট এক রকমের গায়ের রং কিছুতেই আমরা বুঝতে পারছিলা যে কোন লোক আসল আর কোন লোক নকল।

দু'জনের স্বভাবও এক। বর্তমানে দু'জনকেই পুলিস থানায় বসিয়ে রেখেছি।

হুঁ! সত্যিই জটিল ব্যাপার

চলুন ইন্সপেক্টার সাহেব আমরা থানায় গিয়ে দেখি।
চাচাজী! আমিও যাব কি?
না সাবু! এই ব্যাপারটা বেশী জটিল তোমার মাথায় ঢুকবে না।

থানায়..
আহা! চৌধুরী তুমি এসে গেছ! তুমি তো জানোই যে আমি আসল ছেদিলাল।
চৌধুরী! তুমি তো আমাকে ভাল মতো চেনো

বোন, তুমি তো ওর স্ত্রী, তুমিও কি আসল লোককে চিনতে পারছোনা?
দু'জনের! গলার আওয়াজও যে একই রকমের।

ও বেচারী কি চিনবে? আমি ছেদিলালের বাপ, ওকে বড় করলাম, আমিই ওদের চিনলাম না।

তোমরা দুজনে তোমাদের আত্মীয় স্বজনের নাম এক সঙ্গে বলতে থাকো।
আমার বাবার নাম কান-ছেদিলাল, মামা বনোয়ারী লাল, জ্যাঠার নাম লোটন দাস কাকার নাম খৈরাতিলাল।
বাবার নাম কান-ছেদিলাল, মামা বনোয়ারী লালা, জ্যাঠা লোটন দাস, কাকা খৈরাতি লাল।

আত্মীয় স্বজনের নাম দুজনই ঠিক বলছে, তা সত্ত্বেও এক এদের মধ্যে নকল যে সম্পত্তি আত্মসাত করতে চায়।

আমার মনে পড়ছে যে ছেদিলাল নস্যি নিতে ভাল বাসতো
আরে তুমি নস্যি এনেছো একটু আমাকে দাও।
'একটু আমাকে দাও।

চাচাজী দুজনকে একটু একটু নস্যি দিলেন।

আর নস্যি নাকে দিতেই...
হ্যাঁচ্চো!
বাহ্! সাংঘাতিক কড়া!

দ্বিতীয় জনে
হ্যাঁচ্চো
যাঃ! গোঁফ খুলে গেল

ইন্সপেক্টার সাহেব এই হলো চোর ও নকল গোঁফ লাগিয়ে ছিল

তা ভাই, তুমি ধরা তো পড়ে গেছ। এখন বলো তুমি সেঠজীর আত্মীয় স্বজনের নাম জানলে কি করে?

কয়েক বছর আগে আমি সেঠজীর বাড়িতে চাকর ছিলাম, তখন আমি লক্ষ্য করি যে সেঠজী ও আমার চেহারা একই রকমের তখন আমি ওঁনার গোঁফ লাগিয়ে আর আত্মীয়র নাম জেনে সেঠ হয়ে বসলাম।
© PRAN'S FEATURES

মিউজিয়ামে
চুরি

সব দেশের রাজদূতরা চাচাজীর বাড়িতে এলেন।
চাচাজী! আমি আপনাকে ফ্রান্স আসবার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
না আগে আপনি আগে আরবে আসবেন।
আগে আপনি আফ্রীকায় আসুন.

দেখো ভাই, আমি এইমাত্র আমেরীকা থেকে ঘুরে এলাম। এখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত কাজেই পরে ভেবে বললো।

চাচা চৌধুরীকে আমরা বিশ্রাম করতে দিই আর চল মিউজিয়ামে ঘুরে আসি সেখানে অনেক প্রাচীন মুর্ত্তি আছে

প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এই ঐতিহাসিক মুর্ত্তি দেখতে আসে।
এই মুর্ত্তিটা কোন যুগের।
এটা সম্রাট অশোকের যুগের

তাহলে তো এর দাম লক্ষ-লক্ষ টাকা হবে।
কোটি বলুন, এই রকম মুর্ত্তি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

কিন্তু সব বেকার – না মুর্ত্তি চোর পাওয়া গেল, না মুর্ত্তি -- শেষপর্য্যন্ত ---

আরে
টা কে?
এই লোকটা গত রাতের একজন পাহারাদার।

মনে হয় ওরা ওকে গুলি করে মেরেছে
গতরাতে যখন চোরেরা ওকে গুলি করলো আর জানলার কাঁচ ভাঙলো তখন অন্যরা কেন আসেনি?
রাতে দুজন সিপাই ছিল কিন্তু ওরা বলে যে কোনও শব্দ শুনতে পায়নি।

ই দেখো এখানে র গাড়ির চাকার গ শেষ হয়ে গেছে
সেরকম তো অন্য অনেক দাগ আছে রাস্তায়।

এমনি তো অনেক দাগ পাবে তুমি, কিন্তু আমাদের চাই মূর্তি চোরদের গাড়ির চাকার দাগ যা এ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। আমাদের সেই দাগ খুঁজে বার করতে হবে।
কিন্তু সেই গাড়ি কোথায় গেল?

হয় পাতালে ঢুকে ছে নয় আকাশে ড়ে গেছে।
বড় জটিল সমস্যা!

এই মূর্তি চোর আমার কাছে অত্যন্ত ধূর্ত মনে হচ্ছে। যে আমাদের বেকুব বানাচ্ছে। ওদের শুধু একজনই ধরতে পারে তিনি হলেন চাচা চৌধুরী!

পরদিন গুপ্তচর বিভাগের পুলিস ও পুলিস ইন্সপেক্টার চাচা চৌধুরীর বাড়িতে এলেন।
আসুন ইন্সপেক্টার, কি খবর।

চাচাজী! কি বলি, মিউজিয়ামের থেকে মূর্তি চুরি গেছে সে খবর আপনি কাগজে পড়েছেন। আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে পারিনি
এ কথা আপনি বলছেন। আপনি তো মানু গোয়েন্দা অনেক খুন আর ডাকাতির সমস্যার সমাধান করেছেন।

তা ঠিক, কিন্তু এবার আমি বুঝতে পারছিনা যে চোরেদের গাড়ির চাকার দাগ মাঝপথ থেকে গায়েব কেন হয়ে যায় আর কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ কেন কেউ শুনলো না।

ব্যাপারটা বড়ই সঙ্গীন মনে হচ্ছে।

চাচাজী! আমিও যাব সঙ্গে?
না সাবু! এখানে বুদ্ধির প্রয়োজন। যদি শক্তির প্রয়োজন হয় তো তোমাকে ডাকবো।
© PRAN'S FEATURES

পরদিন সকাল বেলা··
আজকের তাজা খবর··· মিউজিয়াম থেকে মূর্তি চুরি কিন্তু নকল··· আসল মূর্ত্তি সুরক্ষিত আছে। এ বিষয়ে ডায়রেক্টরের রহস্য উদ্ঘাটন।
কিটি ডার্লিং এটা কি ব্যাপার হলো!
বস! আজ আপনি আসল মূর্ত্তি পেয়ে যাবেন!
সেই রাতেই একটা গাড়ি এসে মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়ালো
তখনই প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাস করলো·
জানলার কাঁচটা ভাঙ্গা আছে, এতে আমার কাজ আরও সহজ হয়ে গেল।

আহা! ওই যে আসল মূর্তি!

সত্যি কি আর্টিস্টিক মূর্তি। আজ এটা ভারতে আছে কাল এটা থাকবে ফ্রান্সে।

কিটি মূর্তিটা গাড়িতে নিয়ে চলে গেল

কিন্তু ও জানতো না যে একটা গাড়ি নিঃশব্দে ওকে ফলো করছে।

কয়েক কিলো মিটার দূরে একটা ট্রাক অপেক্ষা করছিলো, তার থেকে একটা পাটাতন নেমে এল আর কিটির গাড়ি তাতে ঢুকে গেল.
কিটি এবার কোনও গণ্ডগোল নেই তো?
নিঃশ্চিন্ত থাকুন বস!

on behalf of Diamond Comics, 257, Dariba Kalan, Delhi-6 & Printed at Jain Offset Printers,